দর্শনায় বাল্য বিবাহ, যৌন হয়রানী, মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ছেলের একুশ মেয়ের আঠারো এর নিচে বিয়ে নয় শ্লোগানকে সামনে রেখে বাল্য বিবাহ, যৌন হয়রানী, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্থানীয় প্রতিনিধিদের ভুমিকা নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে সংলাপ এবং মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদ বিরোধী আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার রামনগর কিশোর-কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া পুষ্টিকর খাদ্য রান্না কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক ক্যাম্প ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
রান্ন করা খাবারের পুষ্টিমান বজায় রেখে রান্না করা পদ্ধতি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ ও বনভোজন করা হয়।

সংলাপ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ফজলুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

বিশেষ অতিথি দর্শনা পৌর মেয়র রেজাউল ইসলাম, ওর্য়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, সাংবাদিক হানিফ মন্ডল, সহ-সমন্বয়কারী মজিবর রহমান ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন প্রমুখ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইসরাইল হোসেন খান ও পিংকি রানী মন্ডল।

- দর্শনা প্রতিনিধি

দর্শনা কেরু চিনিকলে আখ ওজন করা নিয়ে বিরোধ, সড়ক অবরোধের চেষ্টা

গতকাল বুধবার দর্শনা কেরু চিনিকলের মিলগেটে আখ ওজন করা নিয়ে চাষী ও কতৃপক্ষের মধ্যে হট্টগোল ও মতবিরোধের ঘটনা ঘটেছে।

ফলে মঙ্গলবার রাত ১২ টা থেকে বুধবার দুপুর ১টা পর্যন্ত চাষীরা মিলের ডোঙায় আখ ফেলা থেকে বিরত থাকেন।

পুলিশ ও মিল কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নির্দেশে সকাল ৮টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত দুই সিপটে ১৬ ঘন্টা চিনিকলের মিলগেটে আখ ওজন করা যাবে।

কিন্তু ঐদিন বেশ কিছু আখচাষী রাত ১২টার পর পাওয়ার ট্রলার ভর্তি করে আখ নিয়ে আসেলে মিলের নিয়ম অনুযায়ী আখের গাড়ি ওজন না করে কর্তব্যরত কর্মচারীরা অফিস বন্ধ করে দেয়।

ফলে মিলে আসা চাষীরা মারমুখী হয়ে চিনিকল কতৃপক্ষকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও মিলে আখ সরবরাহ করবে না বলে হুমকি ধমকি দিতে থাকেন। এ জন্য ঐদিন রাত ১২টা থেকে পরদিন বেলা ১টা পর্যন্ত মিলে কোন চাষী আখ ওজন দেয়নি।

ফলে মিল এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আখ ভর্তি পাওয়ার ট্রলার এসে দর্শনা-মুজিব নগর সড়ক প্রায় বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে। গতকাল বুধবার কতৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পুলিশকে খবর দিলে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মাহবুব হাসান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেন।

মঙ্গলবার রাতে আসা চাষী কুদ্দুস আলী যাদু মিয়া ও মসলেম মনডল সহ ১৫-২০জন বুধবার সাংবাদিকদের জানান, রাত ১২টার দিকে মাত্র ৫০টির মত আখের গাড়ি মিলগেটে থাকা অবস্থাই গেট বন্ধ করলে হট্টগোল বেধে যায়।

চাষীরা অভিযোগ করে বলেন চাষীরা সারা রাত গেটের বাইরে থেকে শীতে কষ্ট করবে আর মিলের বাবু-মশাইরা বাড়ি ঘুমাবে তা হবেনা, মিল গেট ১৬ ঘন্টা না ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে, তা না হলে আমরা চাষীরা

কেউ মিলে আখ সরবরাহ করবোনা।

মিলের জি এম (কৃষি) উত্তম কুমার কু-◌ু জানান, চিনি করপোরেশনের নির্দেশ মোতাবেক ১৬ ঘন্টার বেশি মিলগেট খুলে রাখার অনুমতি নেই। কর্মচারীরা সেটাই করেছে, চাষীরা জেনেও খামাখা চটে গেছেন।

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: জাহেদ আলি আনছারী সাংবাদিকদের জানান, চাষীদের সুবিধার্থে মিলগেটে পুর্জি বাড়ানোর ফলে একটি ঘটনা ঘটেছিল, সমাধান হয়ে গেছে। মিলে চাষিদের আখ আসা শুরু হয়েছে।

- দর্শনা প্রতিনিধি

দর্শনায় ৪২ জনের বিরুদ্ধে মামলা:অর্থ লেনদেনে মিমাংসা

দীর্ঘদিন ধরেই বিনা পুজির ব্যবসা করছে এই ব্যাক্তি। যেমন ভিক্ষা করা একটি বিনা পুজির ব্যবসা তেমনি কোর্টে মামলা ঠুকে দেওয়া একটি বিনা পুজির মতই ব্যবসা। এ বিনা পুজির ব্যবসা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ৪টি গ্রামে বসবাস করেছে এই ব্যাক্তি। আবার বসবাসসূত্রে এসকল গ্রামগুলির প্রতিবেশীদের সাথে কারনে অকারনে কয়েক বছরের ব্যাবধানে ৪২ জনের বিরুদ্ধে কোর্টে বিভিন্ন ধরনের মামলা ঠুকেছে এই ব্যাক্তি। আসামী পক্ষ মান মর্যাদা হারানোর ভয়ে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক লেনদেনে বেশ কয়েকটি মিমাংসাও করেছে। আরও অনেক মামলা খারিজ হয়েছে ও অনেক মামলা চলমান রয়েছে।

এমনই এক ব্যাক্তির খোজ পাওয়া গেছে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর গোরস্থান পাড়ায়। ফজল কানা বলেই তাকে সবাই এক নামে চেনে। এই ব্যাক্তির ২ চোখ অন্ধ হলেও প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী তাকে দেখে বাঘের মতই ভয়পায়। আর ভয়পাওয়ার একমাত্র কারন ফজল কানার প্রধান অস্ত্র কারনে অকারনে মামলা ঠুকে দেওয়া। এলাকাবাসী সূত্রে জানাযায়, দির্ঘদিন ধরেই দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর রিফুজী কোলনী পাড়ায় বসবাস করে আসছিলো মৃত মজিবার রহমানের ছেলে ফজলুর রহমান ওরফে ফজল কানা (৬৫)। এসময় সে

ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন। সংসার জিবনে তার ৪ ছেলে ও ১ মেয়ে। ভিক্ষা করার সুবাধে বছর পাঁচেক আগে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামে বসবাস শুরু করে। সেখানে কয়েক বছর বসবাস করে ঐ গ্রামের প্রতিবেশীসহ গ্রামের বিভিন্ন মানুষের সাথে বাধে দ্বন্দ। পরে গ্রামবাসী সকলে একজোট বেধে ফজল কানার ঘর ভেঙ্গে দোস্ত গ্রাম থেকে তুলে দেয়।

পরে দোস্ত গ্রাম থেকে পরিবার নিয়ে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বচন্দ্রপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। এসময় ঈশ্বচন্দ্রপুর গ্রামের তার প্রতিবেশীসহ আনুমানিক ২০ জনের নামে বিভিন্ন কারনে অকারনে কোর্টে মামলা দায়ের করার অভিযোগ পাওয়া যায় গ্রামবাসীর কাছে। এর মধ্যে মরজেম ফকিরের ছেলে খবির উদ্দিন, কাবা মন্ডলের ছেলে ইলাহি, মরজেম মন্ডলের ছেলে মাহাবুর, মুজামের হকের ছেলে ইমার আলী, ইমার আলীর ছেলে ইদ্রিস, কাছেদের ছেলে বদর উদ্দিন, মহির ছেলে শাহিন, লতিফ, আনছার, মোজাম্মেল হকের ছেলে মমিন, নঈমুদ্দিনের দুই ছেলে রহিম ও ইদ্রিস, আজিম মন্ডলের ছেলে হালিমসহ আনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারনে অকারনে কোর্টে মামলা ঠুকে দেয়। এদের মধ্যে কাবা মন্ডলের ছেলে ইলাহির কাছ থেকে ২১হাজার টাকা ও মরজেম মন্ডলের ছেলে মাহাবুরের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা নিয়ে মিমাংসা করে।

একই গ্রামের মুজামের ছেলে ইমান আলী জানায় ফজল কানা তার স্ত্রীকে বটি দিয়ে কোপ মারে আমরা ঠেকাতে গেলে সে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলে আমরা তার কথার প্রতিবাদ করায় সে তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বিুদ্ধে কোর্টে মামলা করে। পরে গ্রামের কাউন্সিলরসহ মন্ডল মাতব্বাররা একজোট হয়ে ফজল কানাকে গ্রাম থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পরে ফজল কানা একই পৌর এলাকার আজিমপুর গ্রামে আশ্রয় নিয়ে বসবাস শুরু করে। এখানেও একই ভাবে দর্শনা পৌরসভার দুই পৌর কাউন্সিলরসহ ৫ জনের নামে কোর্টে মিথ্যা মামলা করে। এর মধ্যে সাবেক কাউন্সিলর ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে কবির, শহর আলী মোল্লার ছেলে বর্তমান কাউন্সিলর রবিউল হক সুমন, মজিবর রহমানের ছেলে কুটি, ইদ্রিস আলী মিয়ার ছেলে খোকন ও বন্দর ব্যাপারীর ছেলে জলিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা কারন দেখিয়ে কোর্টে মামলা করে। পরে আজিমপুর থেকেও তাকে একই ভাবে বিতাড়িত করে গ্রামবাসী। পরে আজিমপুর থেকে বর্তমানে দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামের গোরস্থান পাড়ায় বসবাস করছে।

এখানেও একই ভাবে কয়েকবছরের মধ্যে প্রায় ২২ জনের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা ঠুকেছে। এর মধ্যে পরানপুর গ্রামের সমশের আলীর ছেলে রবিউলের

বিরুদ্ধে মিথ্যা নারী নির্যাতনের মামলা করে। পরে মান-সন্মান বাচাতে ১লক্ষ টাকায় মিমাংসা করে ফজল কানা। প্রতিবেশী মৃত কুদরত আলীর ছেলে ভ্যান চালক হাবিবুরের বিরুদ্ধে কোর্টে মিথ্যা মামলা করে তার কাছ থেকে ২১ হাজার টাকা নিয়ে আপোষ করে। এছাড়া মৃত খেদের আলীর ছেলে আমজাদ, আমজাদের ছেলে পিন্টু, সাহাদতের মেয়ে হাজেরা ও ছেলে ইছা, এনামুলের মেয়ে পিংকি, আনু মিয়ার ছেলে মুনতাজ, মৃত মজিদের ছেলে ধনু মিয়া, কপিল মন্ডলের ছেলে রেজাউল, রেজাউলের ছেলে আলো, বাদলের ছেলে ইস্◌্রাফিল, মৃত নুর বক্সের ছেলে মব্বত, ইলাহীর ছেলে ইছাহাক, আজির বক্সের ছেলে সাবেক কাউন্সিলর লৎফর, শামসুদ্দিনের ছেলে বর্তমান কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম, নজরুলের ছেলে শান্ত, রহেদ আলীর ছেলে তোফা, জাবেদের ছেলে তমছের উদ্দিনের নামে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা ঠুকেছে কোর্টে।

ভুক্তভোগীরা জানায়, ফজল কানা তার পারিবারিক কোলহের জন্য বিভিন্ন সময়ে গ্রামে সালিসের ডাক দেয় পরে তার মন মত সালিসের রায় না হলে ঐ সালিসে যারা উপস্থিত থাকে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে কোর্টে মিথ্যা মামলা করে আসে। আবার তার পরিবারের কাউকে যদি মারধর করে প্রতিবেশী কেউ যদি ঠেকাতে যায় তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়ে টাকা হাতানোর পায়তারা করে। এছাড়া তার বড় ছেলে শরিফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ করে গ্রামবাসী। এছাড়া অভিযোগ করে শরিফের কাছে একটি খেলনার পিস্তল ও একটি হ্যান্ডকাপ রয়েছে যা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রশাষনের নাম ভাঙ্গিয়ে ছিনতায় করে বলে জানায় এলাকাবাসী। এছাড়া শরিফের নির্যাতনের শিকারে তার স্ত্রী শরিফের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তার আপন আত্মিয়দের বিরুদ্ধে নিজের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে বাদি করে আদালতে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা মামলা করে হয়রানি ও প্রতারনার জাল বিস্তার করছে প্রতি নিয়ত।

দর্শনা প্রতিনিধি:

দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কো. নামে ট্রাকে করে বহন করছে মাদক

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প কারখানা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী। এ কোম্পানির প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি চিনি বিক্রি করেছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। সেই সুবাদে প্রতিদিন প্রায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির চিনি লোড হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ টি ট্রাক। কিছু মাদক ব্যাবসায়ীর ড্রাইভার সাথে যোগসাজসে ঐ চিনি ভর্তি ট্রাকে করে ফেনসিডিল ও ইয়াবা পাচার হচ্ছে বলে একটি সুত্র বলেছে।

গত শনিবার রাত ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়ান্দা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনার জুবায়ের ও ইন্তাজকে চিনি ভর্তি ট্রাকসহ ১১০ বোতল ফেনসিডিল সহ তাদের কে আটক করে। ট্রাক ড্রাইভার পলাশ ট্রাকের জানালা লাফ দিয়ে পালিয়ে রক্ষা পায়। পুলিশ জানিয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার রাতে জেলা গোয়ান্দা পুলিশের একটি চৌকস দল এস আই ইবনে খালিদ, এ এস আই বিজন কুমার সঙ্গীয় ফোর্সসহ রাত ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সি এ্যান্ড বি পাড়ায় অভিযান চালান। এ সময় জীরননগর চুয়াডাঙ্গা সড়কের ছ,মিলের সামনে একটি চিনি ভর্তি ট্রাককে সিগনাল দেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেলে দর্শনা শান্তি পাড়ার ট্রাক ড্রাইভার পলাশ সটকে পড়ে। আটক করা হয় দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়ার আব্দুল মালেকের ছেলে জুবায়ের হোসেন (৩৫) ও একই এলাকার হামিদ দারোয়ানের ছেলে ইন্তাজ(২৫) কে। চিনি ভর্তি ট্রাক তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয় ভারতীয় ১১০ বোতল ফেনসিডিল।

গোয়েন্দা পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞেসাবাদে তারা জানান উদ্ধারকৃত ফেনসিডিল দর্শনা শান্তি পাড়ার মাদক ব্যাবসায়ীর গডফাদার সোহাগ ওরফে ঘটুর। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্র্যব্য নিয়ন্ত্রন আইনে ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এ দিকে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির গাফিলতির কারনে এ সব মাদক পাচার হচ্ছে বলে জানিয়েছে একটি সুত্র। এ ব্যাপারে কেরি এ্য্ডা কোস্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক দৃষ্টি দিলে এ সব মাদক ব্যাবসায়ীরা ছাড় পাবে না বলে আশা করছে সাধারন মানুষ।

দর্শনা প্রাতনিধি:

দর্শনায় সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর সভার দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের সামনে এক সাংবাদিককে মারধর করেছে মাসুম বাহিনীর ক্যাডাররা।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে গত সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্বাহী ম্যাজিষ্টের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের সামনে।

এ সময় সাংবাদিক মুন্না ছবি তুলতে গেলে আফু জদ্দারের ছেলে রফিক, রুহুল ফকিরের ছেলে শরিফ রাজিব সুমন বাটাম দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে সাংবাদিক মুন্না কে।

মুন্না বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে লিথিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আসামীরা শক্তিশালী হওয়ায় ভয়ে দিন কাটাচ্ছে সাংবাদিক মুন্না।

- দর্শনা প্রতিনিধি

দর্শনায় পৃথক অভিযানে ফেনসিডিল সহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান চালিয়ে ৪’শ ৪ বোতল ফেনসিডিল সহ ৩ জন মাদক ব্যাবসায়ী কে আটক করেছে।
জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইন্সপেক্টর শেখ মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় পারকেষ্টপুর রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এ এস আই মারুফ হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মোস্তফিজুর রহমান মোস্তাক (৩৫) কে ৪ বোতল ফেনসিডিল সহ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মোস্তফিজুর মোস্তাক দামুড়হুদা উপজেলার পারকেষ্টপুর মদনা ইউনিয়নের ছমির বিশ্বাসের ছেলে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর টাওয়ার পাড়ার রহিম ও হাবিবুর কে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক করেছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা পল্লি বিদুৎ অফিসের সামনের রাস্তার উপর থেকে তাদের কে আটক করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই রুহুল আমিন ও এএসআই মিলন হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা পল্লি বিদুৎতের সামনে।

এ সময় পুলিশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান (৩০) ও একই গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আব্দুর রহমান (৩৮) কে ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার করে।

এ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২ টি বস্তা, বস্তা দুটি তল্লাশি করে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।
পরে আটককৃত দুজনের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে।

- দর্শনা প্রতিনিধি

দর্শনায় কাচা বাজারে আগুন

শীত মৌসুম হওয়ায় দর্শনা বাজারে দেখা মিলছে বিভিন্ন ধরনের কাঁচা তরকারি। কিন্তু শীত মৌসুমি কাচা তরকারির দাম আকাশ ছোয়া, এই দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ গুলো।

প্রায় সকলের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকে আলু কিন্তু বাজারে শীতের নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা, পুরাতন আলু ২৫-৩০ টাকা, বেগুন ৩০-৩৫ টাকা, নতুন শিম ৩০-৩৫ টাকা, টমেটো ৫০-৬০ টাকা,

পাতাকপি ৩০-৪০ টাকা, ফুলকপি ২৫-৩০ টাকা, কাঁচামরিচ ২০-৩০ টাকা, কাচকলা ২৫-৩০ টাকা, পেঁপে ১৫-২০ টাকা, শশা ৫০-৫৫ টাকা, রসুন ১৮০-২০০ টাকা, এছাড়াও সকল সবজির দামও বেশি।

তবে পেঁয়াজ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা থাকলেও কমছে না পেঁয়াজের ঝাঁজ, দেশী পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২২০-২৪০ টাকা, ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ২০০ টাকা।

পেঁয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে ভোজ্য তেলের, বোতল জাত তেলের দাম লিটারে বেড়েছে ৮-১০ টাকা, খোলা তেল বিক্রি হচ্ছে ৮৫-৯০ টাকা। লবনের দাম ঠিক থাকলেও সকল মসলার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ৪-৫ টাকা।

এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষ হিমশিম খাচ্ছে দৈনন্দিন জীবন যাপন পার করতে।

- দর্শনাা প্রতিনিধি

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বর দামুড়হুদা জেলার দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস। জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাংলার ছেলেরা পাক-বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করে দর্শনাকে মুক্ত করে।

মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন জানান, সেদিন ৩ ডিসেম্বর সন্ধা সাড়ে ৬টা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী

বারাদি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর আসে দর্শনার উত্তর-পশ্চিম পাশে পাক-হানাদার বাহিনী বাংকার করে অবস্থান নিয়ে আছে।

এ খবর পেয়ে ভারতীয় প্রায় ৬/৭ শত মিত্র-বাহিনী ও ৩০জন মুক্তিযোদ্ধা রাতের খাবার শেষ করে পায়ে হেঁটে মদনা, প্রতাপপুর ও জিরাট পার হয়ে রওনা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

মিত্র-বাহিনীর নেত্রীত্বে ছিলেন মিষ্টার বুফে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নেত্রীত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত নুর হাকিম। দীর্ঘ প্রায় ৭/৮ কিলো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে উপজেলার গোবিন্দপুর ও রুদ্রনগরের মাঝামাঝি স্থানে রাবারের নৌকায় চেপে ৮জন করে যোদ্ধা মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে রাত ২টার দিকে লোকনাথপুর ও পরানপুর মাঝামাঝি ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাঠে ট্রেন্স (এপিপি) কেটে অবস্থান নেয়। এরপর রাত ৪টা দিকে পাক-হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বৃষ্টির মত মটার গান, সেল, এস এমজির রটেক ল্যান্সার ও রাইফেলের গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় মুক্তিযোদ্ধা টীম ও মিত্র-বাহিনী পাল্টা গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় ৩ঘন্টা ব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলাগুলি হয়। এক পর্যায় মক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর এ্যাম্বুসে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে একের পর এক গুলি, মটারগান, রকেট ল্যান্সার, এল এম জি, এস এলার, এস এম জি, এইচ এস জি, মার্কফোর রাইফেল ও সেল নিক্ষেপ চলতে থাকে।

এসময় ভারতীয় ৩টি যুদ্ধ বিমান কয়েকবার আকাশে চক্কর দিতে শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনী পিছু হঁটতে শুরু করে। সূর্য্যরে আলো ফোঁটার আগেই দর্শনা মুক্ত হয়ে যায়।
এরপর ৪ ডিসেম্বর সাকাল ৭টায় জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে দর্শনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলে।

এরপর দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিষ্টার বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ প্রধান মৃত নুর হাকিমের নেত্রীত্বে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে উল্লাস করে এবং জয় বাংলা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখোরিত করে নিজ মাতৃভূমির একাংশ নিজেদের দখলে নেয় মুক্তি-বাহিনী।
সেই থেকে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস হিসাবে দর্শনাবাসঅ পালন করে আসছে।

এ যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনী ও মিত্র-বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য মারা যায় বলে বিল্লাল হোসেন জানান।

- আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা

সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পৌর আওঅমী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন প্রতিদ্ব›দ্বী না থাকাতে সভাপতি হয়েছেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা অডিটোরিয়াম চত্বরে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা করেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হাজী শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন- দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন-উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা করেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রহমত উল্লাহ, সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, কার্য্যনির্বাহী সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের পিপি বেলাল হোসেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছত্রলীগের নেতা কর্মী বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

- দর্শনা প্রতিনিধি

কেরুজ চিনিকলকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হবে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে আলী আজগার টগর এমপি বলেছেন, চিনি শিল্পের মেরুদন্ড ভেঙে পরছিলো। চরম বিপর্যয়ের মুখে ছিলো দেশের চিনি শিল্প। এ বিপর্যয় থেকে চিনি শিল্পকে বাচাতে সরকার গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ।

রুগ্ন শিল্পকে রক্ষায় শ্রমিক-কর্মচারি ও আখচাষিদের সুবিধার্থে যে সাশ্রয় নিতি গ্রহন করা হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ মিলের লোকসানের বোঝা কমাতে শ্রমিক-কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের আরো দক্ষ, কর্মঠ্য, দূরদর্শিতা, নিষ্টা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

আখচাষিরাই মিলের প্রাণ। গতকাল শুক্রবার বিকালে আখমাড়ায় উদ্বোধন কালে তিনি এ সব কথা বলেন।
এমপি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানে কেরুজ চিনিকলকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হবে গোটা দেশে। কেরুজ চিনিকলকে আধুনিকায়ন করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচিহাতে নিয়েছে। চাষিদের কথা চিন্তা করে ইতিমধ্যেই কয়েক দফায় আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আখচাষিদের ভোগান্তি লাঘবে আধুনিক পদ্ধতিতে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে যেমন পুজি দেয়া হচ্ছে, তেমনি ঘরে বসেই আখের মূল্য পাচ্ছে কৃষকরা। যুগযুগ ধরে চাষিকূল আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃষি বান্ধব এ সরকার কৃষকের সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হাতে নিয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।

গত বছর লোকসান গুনলেও এবার লাভের আশা নিয়ে আখ মাড়াইয়ের যাত্রা শুরু করলো চিনিকল কর্তৃপক্ষ।
কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহেদ আলী আনছারীর সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সকার কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাবেক চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়াদ্দার টোটন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মাহাবুব রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা

আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মোশারফ হোসেন, জি এম প্রশাসন দিলিপ কুমার , ডিজিএম (ফার্ম) হুমায়ূন কবির, ডিজিএম (বীজ এগ্রো) উত্তম কুমার কুন্ড, ডিজিএম (স¤প্রসারণ) হাজী আনোয়ার হোসেন, ডিষ্টিলারি (বিক্রয়) শেখ সাহাবুদ্দিন, শাহদত হোসেন, আব্দুল ফাত্তাহ, বদরুল আলম, রাজিবুল হাসান, সহসভাপতি ফারুক আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, যুগ্নসম্পাদক খবির উদ্দিন, সাবেক সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহমেদ সবুজ, মোস্তাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

গিয়াস উদ্দিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন, কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাজি আব্দুল খালেক।

পরে ২০১৮-১৯ আখ মাড়াই মৌসুমে সর্বোচ্চ আখ চাষের স্মারক তুলে দেন দর্শনা পৌর এলাকার কেরুজ ২ নং ইউনিটের আখ চাষী কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলী, কেরুজ মিলগেট (পশ্চিম) এর পরানপুর গ্রামের আখচাষী ইনতাজুল ও মিলগেট পূর্ব আখচাষী আওয়াল হোসেনের হাতে। এ মৌসুমে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশেনের বেধে দেয়া নির্ধারিত লক্ষমাত্রার মধ্যে রয়েছে।

চিনিকল সুত্রে জানা গেছে এ মৌসুমে ৭.৬% শতাংশ চিনি আহরনের গড়হার

ধরে ৯০ কার্যদিবসে, ১ লাখ ৭ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৭ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বছর চিনি কলের নিজস্ব জমিতে ১ হাজার ৬৪০ একর সহ মোট ৭ হাজার ৩৭৫ একর জমিতে দÐ◌ায়মান আখ রয়েছে।

তবে ধারণা করা হচ্ছে আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষমাত্রা অর্জন হতেও পারে। চলতি মৌসুমে ৮০ বছরের পুরোনো মিলটি বড় ধরণের যান্ত্রিক ত্রæটির কবলে না পরলে লোকসান থাকবে না বলে আশাবাদি কতৃপক্ষ। চিনিকলের ক্যান কেরিয়ার চত্তরে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলের পরপরই ডোঙায় আখ নিক্ষেপের মধ্যদিয়ে মাড়াই যাত্রার উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর (এমপি) সহ মিল কতৃপক্ষ।

- দর্শনা প্রতিনিধি